দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 22 NOV 1988

182

049

সংবাদ

ঢাকা : মঙ্গলবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৯৫

অন্যায়কারীকে প্রথমে ধিক্কার দিতে হবে

তোলারাম কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিনেই নকল ধরাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে।

একজন ছাত্রের নকল ধরা এবং তাকে বহিষ্কার করার পর হামলাকারীরা বোমা ফাটিয়ে ছাত্রদের মারধর করে। একজন শিক্ষকও তাদের হামলায় আহত হন। নকলকারী ছাত্রটি কলেজের ছাত্র সংসদের একজন নেতা।

হামলার সময় পুলিশকে তৎপর হতে দেখা যায়নি। এটা নিশ্চয়ই প্রশাসনিক ব্যর্থতা। আবার পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে তখন তা হয়ত বা পুলিশী জুলুমে দাঁড়াতে পারত। কারণ নকলকারী ছাত্রটি একজন ছাত্রনেতা। নকলকারীদের নিন্দা না করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ শুধু প্রশাসনিক ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে। নকলকারী ছাত্র এবং তাদের পক্ষ হয়ে কিছু ছাত্রের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ সম্পর্কে তারা নীরব থেকেছেন।

এ থেকে ছাত্র নেতৃত্বের দুর্বলতাই ধরা পড়ে। কলেজ ছাত্র সংসদের একজন নেতা নকল করেছে, এই কারণেই তার ব্যাপারটা ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা উপেক্ষা করেছে, তাদের একতরফা বিবৃতি থেকে এরকম একটা ধারণা সাধারণ মানুষের মনে সৃষ্টি হতে পারে।

প্রশাসনের দুর্বলতা নিশ্চয়ই সমালোচনার যোগ্য, সাধারণ ছাত্রদের নিরাপদে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। পরীক্ষার্থীদের অনেকের খাতা ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে মাত্র ৬৯ জনের খাতা জমা পড়েছে। হামলা করে যাদের খাতা নষ্ট করা হয়েছে তারা এদিন অনুষ্ঠিত পরীক্ষা নতুন করে দিতে পারবে এ আশ্বাস শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এখনি দেওয়া দরকার। পরবর্তী পরীক্ষাগুলো কড়া পাহারায় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত করে কর্তৃপক্ষ ভাল করেছেন। কিন্তু ডিগ্রী পরীক্ষার প্রথম দিনে যারা খাতা জমা দিতে পারেনি কিংবা জমা দিতে গিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে, তাদের পুনঃ পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা পরবর্তী কোন সময়ে করা না হলে কিসের ভরসায় তারা বাকী পরীক্ষাগুলো দিবে?

কলেজ প্রাঙ্গণে একটি ককটেল পাওয়া গেছে। আর একজন ছাত্র ককটেলসহ ধরা পড়েছে। খবরটি পড়ে বুঝা যায় পরীক্ষায় নকল ধরা হলে একশ্রেণীর ছাত্র যে গোলযোগ পাকিয়ে তুলবে এ ব্যাপারে তারা কৃৎসংকল্প ছিল এবং সেই লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রস্তুতিও নিয়েছিল। উপস্থিত পুলিশ পরীক্ষা কেন্দ্রের আবহাওয়া কী রকম দাঁড়িয়েছে তা ধরতে পারেনি। অবস্থা যদি তাই দাঁড়ায়, তবে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা রাখার সার্থকতা কোথায়। অথচ যখন পরীক্ষা কেন্দ্র স্থানান্তরিত হল, তখন দেখা গেল পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের পরীক্ষাকেন্দ্রের ধারে কাছে যেতে দেয়নি। একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তাদের এই তৎপরতা কিংবা কর্ম-কুশলতার প্রশংসা করা যায় না। কারণ বহু নিরীহ ছাত্রছাত্রী তাদের খাতা খুইয়ে অসহায় ও অনিশ্চিত অবস্থার মুখে পড়েছে।

ডিগ্রী পরীক্ষায় যে ছাত্রটি নকল করেছে, তার সমর্থনে যারা এগিয়ে এসেছে তাদের চিহ্নিত করা খুব দুঃসাধ্য নয়। শিক্ষকরা তাদের চেনেন। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরাও তাদের চেনে। কিন্তু ভয়ে মুখ খুলতে পারেন না তারা। নকলকারী ছাত্রটিকে বহিষ্কারের পর পুলিশ একটু সতর্ক থাকলেই পরীক্ষা পণ্ড হত না। কিন্তু যা হয়ে গেছে, তা নিয়ে কথা না বাড়িয়ে এটুকু বলাই যথেষ্ট, ওই পরীক্ষা পরবর্তী কোন এক সময়ে নেওয়া হোক। আর হামলাকারী ছাত্রদের এবং নকলকারী ছাত্রটি সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলা দরকার। তাহল এসব ক্ষেত্রে নকলকারী ছাত্রদের সম্পর্কে ছাত্র সংগঠনগুলোর দায়িত্ব রয়েছে। শুধু বিবৃতি দিয়ে প্রশাসনের অকর্মণ্যতার নিন্দা করা যথেষ্ট নয়। নকল রোধে তারা প্রশাসনকে সাহায্য করতে পারে।

অতীতে দেখা গেছে যে, পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রনেতাদের গতিবিধি অবাধ করতে হবে বলে ছাত্ররা জেদ ধরেছে এবং প্রশাসন তা মেনে নিয়েছে। শিক্ষকরা এরকম অবস্থায় খুব একটা নিরাপদ বোধ করে না। ফলে পরীক্ষাকেন্দ্রে অবাধে নকল হয়। শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে চোখ ফিরিয়ে থাকে।

কখনও কোন শিক্ষক যদি দুর্বুদ্ধিবশত সময়ের শাসন না মেনে কোন নকলকারী ছাত্রকে ধরে ফেলেন কিংবা বহিষ্কার করেন, তখন হঠাৎ ছাত্রদের মধ্যে গোষ্ঠী-চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। নকলকারী ছাত্রটি একজন ছাত্র নেতা। তার আচরণ সম্পর্কে ছাত্র নেতারা কখনও কৈফিয়ৎ চাইবে না কিংবা নিজেরা লজ্জিত বোধ করবে না। বিরোধী ভূমিকাকে বড় এবং মহৎ করে দেখে প্রশাসনকে সমালোচনা করে নিজেদের সংগ্রামী ভাবমূর্তি উঁচু করে তুলে ধরতেই তারা প্রয়াসী। এই মনোভাবকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। সময় এসেছে কোদালকে কোদাল বলে চিহ্নিত করার। সততা ও সত্যনিষ্ঠা ব্যতীত শুধু আদর্শ কথাবার্তা বলেই মহৎ কোন উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়।

দুঃখ ও দুর্ভাগ্য যে, এই কাজটাই সর্বক্ষেত্রে চলে আসছে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে নকল প্রবণতা বাড়ছে। মুষ্টিমেয় সৎ ও আদর্শবাদী শিক্ষক ব্যতীত অন্যরা গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে থাকেন। অভিভাবক, পুলিশ, শিক্ষক, ছাত্র এদের একটা অংশ আজ অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে চলেছে। সেখানে নকল ধরার কাজটা একটা খাপছাড়া পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। সুযোগ নেয় কিছু উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র। কিন্তু ফলভোগ করে ব্যাপকভাবে ছাত্রসমাজ আর অসহায় অভিভাবকরা।

বিবৃতি, নিন্দা আর প্রতিবাদের তোড়ে সবকিছু উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু পরিস্থিতি পূর্ববৎ থাকে, এবং যত্র ধূম তত্র বহ্নির মত যেখানে পরীক্ষা, সেখানেই নকল ও গোলযোগ সংঘর্ষ আর তার পরিণতিতে নিরীহ ছাত্র-শিক্ষকদের কপালে লাঞ্ছনা এটাই এখন যুগধর্মে পরিণত। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য সকলকে যুক্তিতে আসতে হবে। শুধু প্রতিবাদ নিন্দা ও অপরের দোষ খোঁজার মধ্যে এর প্রতিকার হবার নয়। সর্বাগ্রে নকলপ্রবণতা এবং নকলকারীর সমর্থনে যারা এগিয়ে এসে গোলযোগ সৃষ্টি করে, পরীক্ষা পণ্ড করে তাদেরই সর্বাগ্রে ধিক্কার দেওয়া উচিত এবং এই প্রসঙ্গ ধরেই প্রশাসনিক ত্রুটি বা ব্যর্থতা যাই বলা হোক না কেন, তার সমালোচনা আসতে পারে। সমগ্র ঘটনা থেকে প্রশাসনকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার সপক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না।